* শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ *

শ্রীমদ্ভাগবতম্ মহাপুরাণম্

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন-প্রণীতম্

দশম স্কন্ধে

প্রথম-ত্রয়োদশ অধ্যায়ে-বাল্যলীলা

পরমপূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামিকৃতয়া শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যা
পরমপূজ্যপাদ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃতয়া সারার্থদর্শিন্যা
টীকয়া চ সমেতম্।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি
সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদক
শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীমণীন্দ্র নাথ গুহ
প্রাক্তন অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার (পি, ডাব্লু, ডি.)
কর্তৃক অনুবাদিত সম্পাদিত

প্রকাশিকা ঃ

শ্রীসাবিত্রী গুহ
(পুরাণ-বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ)
শ্রীগোপীনাথ মন্দির-হাবেলী
শ্রীবৃন্দাবন

Acc 1033
২৯৭.৫৯২৫/পুরাণ/গু-সা.

[সম্পাদক ও প্রকাশিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রাপ্তিস্থান ঃ

★

১। শ্রীসাবিত্রী গুহ
শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দির-হাবেলী—বৃন্দাবন

২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

GAUDIYA MISSION ★ MANDIR
ACC No. 1033
Coll No.
Date

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীহরিনাম প্রেস
হরিনাম পথ, বাগবুন্দেলা
শ্রীবৃন্দাবন

আনুকূল্য—পঁয়ষট্টি টাকা

GAUDIYA MISSION GRANTHA MANDIR
ACC No.
Coll No.
Date.

শ্রীশ্রীগৌরহরি

উৎসর্গ পত্র

★

পঞ্চশততম শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব

মহামহোৎসবের উপচার স্বরূপে

নিবেদিত হল সর্বপুরাণমুকুটমণি এ গ্রন্থরত্ন

মদীয় শ্রীগুরুদেব

ওঁ বিষ্ণুপাদ

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট

শ্রীগৌরগতপ্রাণ

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভুপাদের

প্রাণপ্রিয় নিত্য আরাধ্য

শ্রীশ্রীগৌররায়জীর শ্রীচরণ কমলে

ভক্তিভরে।

আশীর্বাদ মুখে অভিমত

শ্রীনিত্যানন্দবংশাবতংশ নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ

পরমপণ্ডিত পরমভাগবত

প্রভুপাদ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী

পরমভক্তিভাজন মণীন্দ্রনাথ গুহ ভক্তবর কর্ম অবসর জীবনে কয়েকটি নিবন্ধাত্মক গ্রন্থ, শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীমদ্ আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থের অনুবাদের পর অনলস ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের অনুবাদ, বৈষ্ণব তোষণী টীকা—তাহার অনুবাদ, সারার্থ দর্শিনী টীকা—তদনুবাদ লালিত্যপূর্ণ বঙ্গভাষায় লিখিয়াছেন।

সুদূর শ্রীবৃন্দাবন হইতে ডাকযোগে প্রুফ কপি পাঠাইয়াছেন আমার নিকট। প্রতিটি অক্ষর দেখিলাম। কর্ম-অবসর জীবনে এত শ্রমদ্বারা ভজন-সিদ্ধ হইতেছেন তথা কথা-অমৃত দান করিয়া ভূরিদা আখ্যা লইলেন।

এই সংস্করণের টীকার **আক্ষরিক অনুবাদ** অনুসৃত হইয়াছে। যথেষ্ট পরিশ্রম দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত সম্পাদিত হইলেন, ইহা আমি স্বীকার করিলাম।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের টীকানুবাদ করিতে ইতিপূর্বে কেহ সাহস প্রাপ্ত হন নাই। শ্রীমন্ গৌর নিত্যানন্দ হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে তাহার দ্বারা এই টীকানুবাদ করাইয়াছেন।

আমি সর্বাঙ্গ সুন্দর এই শ্রীমদ্ভাগবত সংস্করণটির বহুল প্রচার কামনা করি। ইহাতে সকলের মনোবাসনা পূরণ হইবে, এই আমার অভিমত। ইতি—

ভক্তাভাস—**শ্রীমদনমোহন গোস্বামী**

শ্রীবৃন্দাবন নিবাসী ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা

পরমভাগবত বেদান্ত শাস্ত্রী ভাগবত ভূষণ

শ্রীনৃসিংহ বল্লভ গোস্বামী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় সম্পাদিত ও অনূদিত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের প্রথম খণ্ডের কিয়দংশ অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থখানি বিশেষ যত্ন সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রতি শ্লোকের অন্বয়ানুবাদ সহ শ্রীপাদ জীব গোস্বামী কৃত 'সংক্ষেপ বৈষ্ণব তোষণী' এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকাদ্বয়ে ও টীকাদ্বয়ের বঙ্গানুবাদে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ। অনুবাদের ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। শ্রীগুহ মহাশয়ের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং সমর্থনীয়। সুদীর্ঘজীবী হইয়া তিনি এইভাবে ভক্তিগ্রন্থ সমূহ প্রকাশনের দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধনে সংলগ্ন থাকুন এবং সাফল্য লাভ করুন, ভগবৎচরণে ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীরাধাবাগ, শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীগুরু পূর্ণিমা, ১৩৯১ সাল।

শ্রীনৃসিংহ বল্লভ গোস্বামী

বয়োবৃদ্ধ-জ্ঞানবৃদ্ধ-ভজনবিজ্ঞ-গোবর্ধনতটবাসী

শ্রীল প্রিয়াচরণ বাবাজী মহারাজ ভাগবত-ভূষণ

মূর্তিমন্ত ভাগবত-ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র॥

কৃষ্ণপ্রিয়পাত্র গৌরপার্ষদগণ ভাগবতের নানা অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের ভাগবত টীকায়। ইহাই আমাদের উপজীব্য। উপজীব্য হলেও ইহা সহজবোধ্য নয়। এতকাল ইহা ভজনবিজ্ঞ ভক্তিশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণের সীমার মধ্যেই অর্গলবদ্ধ ছিল। আজ এই প্রস্তুত অনুবাদে সেই বদ্ধ অর্গল মুক্ত দেখিয়া আমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। বহুদিন আমি এইরূপ একটি সহজ সরল সুন্দর সর্বজনবোধ্য আক্ষরিক অনুবাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। ধন্য গুহ মহাশয়ের লেখনি। শ্রীমদ্ভাগবতামৃত পরিবেশনে তিনি যে নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌরহরির কৃপা ভিন্ন সম্ভব নয়—'ফলেনফলকারণমনুমিয়তে।'

ইতি—

শ্রীগুরুবৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস

দেশপ্রসিদ্ধ রসশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, সুলেখক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, পরম ভাগবত, শ্রীরাধাকুণ্ডতটবাসী

পণ্ডিত অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ

"যচ্ছৃণ্বতাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে" শ্রীমদ্ভাগবতের এই মহাবাণীর মর্ম আপনার ভক্তিভাবিত চিত্ত-মুকুরে প্রতিফলিত হয়ে আপনাকে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব ব্যাখ্যা সমন্বিত অভিনব এই সংস্করণ প্রকাশনে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভাগবত ভগবানের 'মঞ্জুহাস্য' দশম স্কন্ধের মাধুর্য নিষ্কাষণে যে ভাবে আপনি ব্রতি হয়েছেন, তাতে ভাগবতরসমাধুরী-পিপাসু ভক্ত-বৈষ্ণব মাত্রেই আপনার সম্পাদিত ভাগবতানুশীলনে পরম উপকৃত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

মূল শ্লোকের অপূর্ব অন্বয়, ভাবগর্ভ মূলানুবাদ, গভীর সিদ্ধান্তপূর্ণ লঘুতোষণী ও পরমসুরসাল সারার্থদর্শিনী টীকার সরল ও সরস বঙ্গানুবাদ করে আপনি সর্বস্তরের ভাগবত পাঠকদের জন্য নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ভাগবতরসের আস্বাদন সুলভ করে দিচ্ছেন।

একদিন আপনি আমায় আপনার টীকানুবাদের পাণ্ডুলিপি পড়ে কতকটা শুনিয়েছিলেন, আপনার অনুবাদের সেই ভাব, ভাষা ও মাধুর্য যেন এখনও আমার কানে লেগে আছে। শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি—তিনি আপনার এই মহৎ প্রয়াস সফল করুন। ইত্যলম্।

দীন—অনন্তদাস

—:★:—

সম্পাদকের নিবেদন

সর্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥
—(চৈ০ চ০ আদি ১৩।১৯)।

পঞ্চশততম শ্রীগৌর-আবির্ভাব তিথি আগত প্রায়। এই তিথিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ,যার আরাধনা ব্রহ্মা শিবাদি সকলেই করেন। বিশ্বের দিকে দিকে আজ এই তিথি আরাধনার আয়োজন চলছে—মঞ্চ-বাঁধার ঠুক্‌ঠাক শব্দ, আগমনী-ধ্বনি ইতিমধ্যেই কানে ভেসে আসছে। উৎসবকে সার্থক করে তুলবার আয়োজনে বিশ্বের বুদ্ধিমান মনীষী ব্যক্তিগণ কর্মব্যস্ত। শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালের চিন্তার মতো একটি চিন্তাধারা শ্রীবৃন্দাবনের নির্জন গৃহকোণবাসী এই ক্ষুদ্রাধম জনের চিত্তেও উদিত হচ্ছে, কোন্ পুষ্পে রচনা করব আমার এ ক্ষুদ্র অঞ্জলি। অকস্মাৎ চোখে পড়ল শ্রীমদ্ভাগবতের সেই প্রসিদ্ধ 'কৃষ্ণবর্ণ' শ্লোকটি, যার সূত্র ধরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লেখা হল—"অবতরী কৈল ধর্ম প্রচারণ। কলিকালে ধর্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন॥ সঙ্কীর্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন। সেই তো সুমেধা আর কলিহত জন।"—(চৈ০ চ০ মধ্য ১১।৯৯-১০০)। বুঝলাম, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আরাধনার শ্রেষ্ঠ উপায়ন হল শ্রীনামসঙ্কীর্তন, আর শ্রীনামপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বৈয়াসকি কীর্তন।(গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য)। তাই আমার নিত্যারাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের আশীর্বাদরূপেই তুলে নিলাম ভাগবত-অনুবাদ সেবাভার—অর্বাচীন জনের পক্ষে ইহা দুঃসাহসের কাজ হলেও।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অক্ষরে নানা অর্থের প্রকাশ। শ্রীগোস্বামিগণের টীকাই এই অক্ষর আস্বাদনের একমাত্র উপায়—ইহা সহৃদয় পাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ প্রায় ৫০০ বৎসরের মধ্যে এইসব টীকার সমষ্টীভূত ভাবে কোনও অনুবাদ হয় নি, এখানে-ওখানে এক-আধটু মাত্র দেখা যায়—কি বঙ্গ ভাষায় কি অন্য ভাষায়। এইসব টীকা বিশেষ করে শ্রীজীবপাদের সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণীটি ন্যায়—দর্শনের ভাষায় অতি অল্পাক্ষরে লিখিত এবং গূঢ় ভাবের অন্তরালে বহুমূল্যবান্ বস্তুর মতো সযত্নে সুরক্ষিত। সহজে বোধগম্য নয়। বোধগম্য করতে হলে গোস্বামিগণের চিত্তের সহিত একাত্মতা প্রয়োজন—অনুবাদকের দিক থেকে চেষ্টা—জগতের সব কিছু ভুলে গিয়ে এতেই নিরন্তর ডুবে থাকা, আর টীকাকারগণের দিক থেকে কৃপা, এই দু-এর সম্মিলনেই এই সব টীকানুবাদের কাজ সুসমাধা হতে পারে।

শ্রীধর-শ্রীসনাতন-শ্রীজীব-শ্রীবিশ্বনাথ, এই চারজনের টীকা একই সূত্রে গ্রথিত (টীকা পরিচয় দ্রষ্টব্য), তাই যদিও এখানে সুপ্রসিদ্ধ সর্বজনমান্য সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণী এবং শ্রীবিশ্বনাথের সারার্থদর্শিনীর এই দুটি টীকার সংস্কৃত মূল ও তার আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়া হয়েছে, তা হলেও স্থানে স্থানে যেখানে

যেমন প্রয়োজন শ্রীধরের ভাবার্থ দীপিকা-শ্রীসনাতনের বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী এবং শ্রীজীবের ক্রমসন্দর্ভের বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হয়েছে টীকার অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্য।

প্রথম খণ্ডের কাজ সমাধা হল—সুসমাধা হল কি না তা সহৃদয় পাঠকগণই বলতে পারেন। আস্বাদনে আনন্দ পেলে তারা যেন এই অধমকে আশীর্বাদ করেন, যা হবে তার পক্ষে পরম লাভ। এইরূপ একটি বৃহৎ কাজে ভুলত্রুটি কোথাও প্রবেশ করা খুবই স্বাভাবিক। রসপিপাসু বিজ্ঞজন উহা উপেক্ষা করে রস আস্বাদন করবেন, ইহাই প্রার্থনা। সর্বশ্রী মদনমোহন গোস্বামিপ্রভুপাদ, নৃসিংহবল্লভ গোস্বামী, প্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজ, অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে তাঁদের যে অভিমত আমাকে পাঠিয়েছেন, তা আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করে পূর্বের ঘ, ঙ পৃষ্ঠায় ছাপান হল। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁদের শ্রীচরণে আমি প্রণত হচ্ছি।

কাজ বৃহৎ, কিন্তু জনবল আমার প্রায় শূন্য। গ্রন্থের প্রকাশিকা আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী সাবিত্রী গুহ বৈষ্ণবদর্শন-পুরাণ তীর্থ আমার একমাত্র সহায়। তিনি আমার নিত্য আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রের সংসারের দায়-দায়িত্ব নিজস্কন্ধে তুলে নিয়ে আমাকে এ কাজের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সময় করে দিয়েছেন, আরও গ্রন্থের প্রুফ দেখা থেকে আরম্ভ করে যখন যা প্রয়োজন আমার সাহায্য করে চলেছেন আনন্দের সহিত—উপরন্তু মূলের অন্বয় করা যখন আমার আর সময়ে কুলায় না, তখন তিনি তার শত কাজের মধ্যেও একটি অন্বয় তৈরী করত গ্রন্থে সংযোজিত করে দিয়ে গ্রন্থ-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্র তার আত্যান্তিক মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা। প্রেসের স্বত্বাধিকারী ভক্তরাজ শ্রীগিরিরাজজী তার অন্যান্য শত কাজের মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি প্রীতি বশতঃ এই কাজের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। এই কাজের কম্পোজিটার শ্রীমান্ অশোকের কর্মকুশলতা প্রশংসার্হ। এ জন্যে তাদের দুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শ্রীভগবান্ তাদের মঙ্গল বিধান করুন।

কাগজের দাম ও ছাপা খরচ হঠাৎই প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমার মনোবাঞ্ছানুসারে গ্রন্থের দাম আরও কমের দিকে ধার্য করা সম্ভব হল না—তবে ইহাই সান্ত্বনা, যে মূল্য ধার্য হল, তা সাধারণ বাজার দরের ১/৪ অংশ মাত্র, ইহা পরবর্তী খণ্ডের ব্যয় ভার কিছুটা বহন করবে।

দৃষ্টং ন শাস্ত্রং গুরবো ন দৃষ্টা বিবেচিতং নাপি বুধৈঃ সুবুদ্ধ্যা।
যথা তথা জল্পতু বালভাবাৎ তথৈব মে গৌরহরিঃ প্রসীদতু॥

২৩শে শ্রাবণ—১৩৯১
ঝুলন যাত্রা উৎসব, শ্রীবৃন্দাবন

বৈষ্ণব দাসানুদাসাভাস
শ্রীমণীন্দ্র নাথ গুহ

—:০:—

অবতরণিকা

শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় ঃ

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ। এই দুই লক্ষণে বস্তু চিনে মুনিগণ ॥ (চৈ০ চ০)।

স্বরূপ লক্ষণ ঃ মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত হল সর্বশাস্ত্র-সাগরছেঁচা অমৃত, সর্ববেদের অনন্য উত্তম ফল, সর্বসিদ্ধান্ত খনি, সর্বলোকের একমাত্র দৃষ্টি প্রদায়িনী অঞ্জন স্বরূপ, সর্বভক্ত ভাগবতের প্রাণ, কলিরূপ অন্ধকার নাশে মধ্যমার্তণ্ড স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তিত রূপ। —(শ্রীসনাতন—লীলাস্তব)।

ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস বেদ বিভাগ করত চতুরধ্যায় ব্রহ্মসূত্র প্রচার করলেন—ইহা বেদান্ত সূত্র নামেও পরিচিত। এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য অর্থাৎ নিশ্চিত অর্থ প্রকাশক গ্রন্থই হল শ্রীমদ্ভাগবত। সূত্রকর্তা নিজেই এ ক্ষেত্রে ভাষ্যকার, কাজেই ইহা নিশ্চিত অর্থ প্রকাশক। শ্রীগৌরহরি শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় এইরূপে দিয়েছেন, যথা—

প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল ॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদ ব্যাস মনে বিচার করিল ॥
এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
শ্রীমাদ্ভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥

—চৈ০ চ০ মধ্য ২৫।৯২-৯৫।

প্রণবরূপকুসুম কলিকার স্ফুটোন্মুখ অবস্থা হল ব্রহ্ম গায়ত্রী (বেদমাতা), আর শ্রীমদ্ভাগবত হল পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থা। অথবা, সাঙ্কেতিক ভাষায় উক্ত বেদকে সঙ্কেত মুক্ত করত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলে যা হয়, তাই হল শ্রীমদ্ভাগবত।

শ্রীগৌরহরি বললেন—"কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয়। প্রতি শ্লোক প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥"—চৈ০ চ০ মধ্য ২৪।৩১২। শ্রীজীবচরণ তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের রূপ-গুণ এক স্তব মুখে প্রকাশ করেছেন, যথা—'প্রথম দ্বিতীয় স্কন্ধ চরণ যুগল, তৃতীয় চতুর্থ উরু, পঞ্চম নাভি, ষষ্ঠ বক্ষোস্থল, সপ্তম অষ্টম বাহুযুগল, নবম কণ্ঠ, দশম প্রফুল্ল মুখারবিন্দ, একাদশ ললাট ফলক এবং দ্বাদশ শিরোদেশ, আর অঙ্গবর্ণ তমাল কালো যাঁর, সেই অপার সংসার সমুদ্রের সেতুস্বরূপ, জগতের মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ, করুণানিধি আদি দেবতা শ্রীমদ্ভাগবতকে বন্দনা করছি'।

তটস্থ লক্ষণ ঃ (তটস্থ লক্ষণ—কার্য দ্বারা জ্ঞান)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধুর বৃন্দাবনলীলা বর্ণনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তা হলেও ইহাতে যে সৃষ্টি, প্রলয়, নানাভক্ত ও অবতারাবলীর লীলা কথা এবং শাস্ত্রার্থবোধ-প্রেমভক্তি-সাধনভক্তি ইত্যাদি বর্ণনন করা হয়েছে, তা ঐ মূল বিষয়টিকে পোষণের জন্যই —কোনও বিশেষ একটি চিত্র অঙ্কণের উদ্দেশ্যে তার পটভূমি নির্মাণের মতো।

ঐশ্বর্যে শ্রীমদ্ভাগবত—অদ্ভুত অনন্ত ঐশ্বর্য মণ্ডিত গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নিজেই নিজের ঐশ্বর্য অর্থাৎ প্রভাব গ্রন্থারম্ভে এইরূপে প্রকাশ করেছেন, যথা—"ধর্ম প্রোজ্ঝিত কৈতব"—(ভা॰ ১।১।২) শ্লোকের 'সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে' বাক্যে—তাৎপর্যার্থ, শ্রীমদ্ভাগবতের এমনই অদ্ভুত শক্তি যে এর স্বল্পমাত্র সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমে বশীভূত হয়ে যান শ্রীকৃষ্ণ (নিরপরাধ জনের)। এখানে নিরপরাধ জন সম্বন্ধে প্রভাবের কথা বলে অতঃপর (শ্রীভা॰ ১।৫।১১) 'তদ্বাগ্বিসর্গো' শ্লোকে পাপী-অপরাধী জনের উপর ইহার প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত হল কৃষ্ণের যশোবর্ণন সংযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ নামময় —"তস্য যশোবর্ণনলেশ সংযোজানি নামমাত্রাণি সন্তি।"—ক্রমসন্দর্ভ টীকা (শ্রীভা॰ ১।৫।১১)। কাজেই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্তনে নামেরই প্রভাবে জীবচিত্তের পাপ নামাপরাধাদি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যায়, তৎপর প্রেম প্রাপ্তি হয়; কারণ নামাপরাধ একমাত্র নামেই যায়, যথা—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্"।

মাধুর্যে শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীমদ্ভাগবত হল সর্বচিত্ত আকর্ষক অপ্রাকৃত রসগ্রন্থ। এঁর প্রারম্ভেই ১।১।৩ শ্লোকে এঁর মাধুর্য বলা হয়েছে, "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্" ইত্যাদি বাক্যে। তাৎপর্যার্থ —শ্রীমদ্ভাগবত হল, বেদরূপ কল্পতরুর গলিত ফল। কল্পতরু উৎপ্রেক্ষাতে যদিও আশ্রিতের বাঞ্ছানুসারে বিবিধ পুরুষার্থ রূপ ফল দানে সমর্থ এই বেদ, তবুও এতে বৃক্ষধর্ম থাকাতে এর স্বাভাবিক যে ফল, তা হল এই ভাগবতরূপ ফল। গলিত পদের ধ্বনি হল, এ গাছ পাকা ফল—স্বাদে গন্ধে পরিপূর্ণ। পুনরায় এ অমৃত-দ্রব সংযুক্ত হয়ে আছে, শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মা-নারদ-ব্যাস শাখাতে শুকমুখ-তাপে। এতে পরিবেশিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলারসের সার। এ সাক্ষাৎ রসস্বরূপ—রসোবৈ সঃ। এর সবটুকুই রস ইহাতে হেয়াংশ কিছু নেই অগ্নিবৎ। এর এমনই একটি আস্বাদন চমৎকারিতা যে মূর্ছা পর্যন্ত এর পান চলতে থাকে মুহুর্মুহু, বিরমিত হয় না।

নাম প্রাধান্যে শ্রীমদ্ভাগবত— শ্রীমদ্ভাগবতের আদ্যে-মধ্যে-অন্তে সর্বত্রই শ্রীনামপ্রভুরই প্রাধান্য দেখা যায়।—"ইদং ভাগবতং নামপুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।"—(শ্রীভা॰ ১।৩।৪০)। এই শ্লোকের (শ্রীহরিভক্তি বিলাস ১০।২৮৫) টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ বললেন—"নামপুরাণম্ নামপ্রধানপুরান-মিত্যর্থঃ।" তাৎপর্যার্থ—শ্রীমদ্ভাগবতে আদ্য-মধ্য-অন্তে সর্বত্রই শ্রীনামপ্রভুরই প্রাধান্য, তাই এর অপর একটি নাম শ্রীনামপুরাণ। এর দৃষ্টান্ত বহু বহু থাকলেও অল্প কিছু দেওয়া হচ্ছে স্থানাভাবে। যথা—

আদ্যে ঃ ক। "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং" ইত্যাদি—(শ্রীভা॰ ১।১।১৪) তাৎপর্যার্থ—ভয়ঙ্কর জন্মমরণ প্রবাহে পতিত মানুষ বিবশ অবস্থায়ও কৃষ্ণ গোবিন্দ ইত্যাদি নাম কীর্তনে সদ্য সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে কৃষ্ণচরণ পায়। খ। "এতন্নির্বিদ্যমানানাম্"—(শ্রীভা॰ ২।১।১১)। তাৎপর্যার্থ—সাধক-সিদ্ধ উভয় কোটির মোক্ষাভিলাষী, আত্মারাম ও একান্ত ভক্ত সকলের পক্ষেই শ্রীহরিনাম নিরন্তর কীর্তনই পরম মঙ্গল—সর্বসাধনসাধ্যশ্রেষ্ঠ এই নামসঙ্কীর্তন মহারাজচক্রবর্তিবৎ বিরাজমান।

মধ্যে ঃ ক। "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং" ইত্যাদি—শ্রীভা॰ ৬।২।১৪) তাৎপর্যার্থ—সঙ্কেতে, প্রীতিগর্ভ পরিহাসে, স্তোভে, আহারে বিহারে যে ভাবেই হোক শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনে বাসনা পর্যন্ত সর্বপাপ দূরিভূত হয় এবং উৎকণ্ঠা উদ্বেগ বৃদ্ধিতে যথাকালে শ্রীভগবৎ সেবা প্রাপ্তি হয়। খ। "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্" —(শ্রীভা॰ ৬।৩।২২)। তাৎপর্যার্থ—শ্রীকৃষ্ণ নাম কীর্তনাদিই ভক্তিযোগ—শ্রীভগবৎভক্তিযোগ আর নাম-কীর্তনাদি অভিন্ন—নামকীর্তনাদিতে ভক্তিজাত হয় এরূপ নয়—সাধন স্তরে যে নামকীর্তন সাধন ভক্তি, সাধ্যস্তরে তাই প্রেমভক্তি। জীবের পক্ষে এই নামকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম যার উপরে আর কিছু নেই।

অন্তে ঃ ক। "বিসৃজ্য লজ্জাং বরুদুঃ সুস্বরং গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি"—(শ্রীভা॰১০।৩৯।৩১)। তাৎপর্যার্থ—শ্রীঅক্রুর মহাশয় যখন কৃষ্ণ নিয়ে মথুরা যাচ্ছিলেন, তখন গোপীগণ ভাবিবিরহবেদনায় আকুল হয়ে 'কৃষ্ণ গোবিন্দ দামোদর' বলে সুস্বরে কাঁদতে লাগলেন।—তৎকালে পরমামৃত, জীবন ও ভূষণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নামই তাঁদের প্রাণ রক্ষা করল।

খ। কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ —(শ্রীভা॰ ১২।৩।৫১)।

তাৎপর্যার্থ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কলি অশেষ দোষের আকর। এরূপ হলেও এর একটি গুণ আছে, ইহা যেমন তেমন গুণ নয়, মহান গুণ—সেই গুণটি হল শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন। ইহা সংখ্যার ইউনিট একের মতো মহা গুণবিশিষ্ট। এক থেকেই যেমন অন্যান্য সমস্ত সংখ্যার প্রকাশ হয় তেমনই এই নাম থেকেই অন্যান্য সমস্ত ভজনাঙ্গের প্রকাশ হয়। এই নামসঙ্কীর্তনেই জীব কলিতে অপরাধাদি মুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম লাভ করে থাকে।

এ সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের টীকাটি অনুধাবনীয়, যথা—"দোষাণাং নিধেরপি কলেরে-কোগুণো রাজন্নস্তি বিরাজমানো বাস্তি। যথা এক এব রাজা অসংখ্যানপি দস্যূন্ হন্তি তথৈবৈক এব গুণঃ সর্বানপ্যুক্তলক্ষণ দোষান্ হন্তীতি ভাবঃ। স এব কস্তত্রাহ—কীর্তনাদেবেতি। নাত্র ধ্যানাদেবপ্যপেক্ষেত্যর্থঃ, যদ্বা, কীর্তনাদেব কিমুত কীর্তন সহিত ধ্যানাদিভ্যঃ। **পরং** সর্বোৎকৃষ্টং পুরুষার্থং প্রেমাণম্।"]। তাৎপর্যার্থ — কলি দোষের সাগর হলেও এর একটি গুণ অতি উজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাচ্ছে—যেমন নাকি এক রাজাই, দস্যুগণ অসংখ্য হলেও তাদেরকে পরাভূত করে থাকে সেইরূপই এই একটি গুণই কলির দোষ সমূহ, সাগর সদৃশ হলেও তাদিকে পরাভূত করে থাকে, এরূপ ভাব। সেই গুণটি কি? এরই উত্তরে, কীর্তনাদেব

ইতি।'কীর্তনাদেব' একমাত্র কীর্তনের দ্বারাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম প্রাপ্তি হয়। এ বিষয়ে ধ্যানাদিরও অপেক্ষা নেই এরূপ অর্থ। একমাত্র কীর্তনেই পরং সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থ মঞ্জরী স্বরূপে শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জে রাধাচিত্তের ভাবপরিপাটির আস্বাদন যাতে হয় সেই প্রেম। অথবা,(অত্র প্রশ্নে,বিতর্কে-অমরকোষ'কিমুত' একমাত্র কীর্তনেই যখন হয় তখন এর সঙ্গে ধ্যান এসে মিলিত হলে যে হবে এতে আর বলবার কি আছে। [অন্যত্র শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ এই কথাই বলেছেন, যথা—'অত্র কল্পদ্বয়মেব শ্রেষ্ঠমিত্যাহ-স্ববাসনেতি।'—(শ্রীভ০ র০ সিন্ধু ১।২।২৬৪ কারিকার টীকা)। অর্থাৎ নিজ নিজ বাসনানুসারে এক কিম্বা বহু অঙ্গ এসে যায় সাধকের—এই কল্প অর্থাৎ বিধানদ্বয়ই শ্রেষ্ঠ—এতে কম বেশী নেই সিদ্ধান্তরে সকলেরই কিন্তু উভয়ই সেব্য—"বয়ং তু ধ্যানং সঙ্কীর্তনঞ্চ দ্বয়মেব সেব্যং মন্যামহে।"—শ্রীসনাতন গোস্বামিচরণের বৃ০ ভা০ ২।৩।৫৩।]

রসের অভিব্যক্তিতে শ্রীমদ্ভাগবত—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বাপরে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন তখন তার লীলাভূমি দ্বারকা-মথুরা বৃন্দাবনে তিনি ঐশ্বর্য-মাধুর্য প্রকাশে পূর্ণ-পূর্ণতর-পূর্ণতম। দ্বারকা-লীলার অন্তর্গত কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে মহাভারতের অংশবিশেষ গীতার প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের মুখে, আর শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রকাশ ধ্যানস্থ ব্যাসদেবের চিত্তভূমিতে প্রধাণতঃ শ্রীবৃন্দাবন লীলার স্ফুরণে।

ঐশ্বর্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ঐশ্বর্যপ্রধান ভক্তগণ কৃষ্ণকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ বলেই জানেন। কৃষ্ণে ভয় সম্ভ্রম হেতু ভক্তিরস এখানে পরিপূর্ণরূপে বেড়ে উঠতে পারে না—একে বলে বৈধী ভক্তি। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখলে এই ভক্তগণ ভয়ে জড়সড় হয়ে যান—কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের হৃদ্-কম্প উপস্থিত হয়—ত্রাহি ত্রাহি মধুসূদন বলে স্তব করতে থাকেন।

শ্রীবৃন্দাবন মাধুর্যভূমি। ঐশ্বর্য মাধুর্য দুই ই এখানে পূর্ণতম—ঐশ্বর্য এখানে মাধুর্যের অন্তরালে ঢাকা—মুকুরের পারদের মতো পশ্চাতে অবস্থিত থেকে মাধুর্যকে পূর্ণতমরূপে বাড়িয়ে তোলাই এর কাজ। কৃষ্ণ ব্রজে নরলীল। ব্রজজন কেহ কৃষ্ণকে পুত্র, কেহ সখা, কেহ প্রাণদয়িত বলে জানেন। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখলেও ব্রজজন উহা মানে না—তাঁদের মনকে উহা স্পর্শ করে না—কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে মা যশোদার মনে সাধারণ মায়ের মতোই ভয়, পুত্রের প্রতি বুঝি ডাকিনী যোগিনীর ভর হয়েছে, তিনি পুত্রের রক্ষা বিধানে ঝাড়-ফুক করতে থাকেন। ব্রজের বনে বনে ব্রজজনের সহিত কৃষ্ণের সচ্ছন্দ বিলাস—কোনও ভয় নেই সাধ্বস নেই—প্রেমসমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে উচ্ছলিত—প্রেমরসের এখানে পরিপূর্ণতম বিকাস, একে বলে রাগাত্মিকা প্রেমরস-এর মধ্যেও আবার শ্রীমতী রাধার কুঞ্জেই এর চরম পরিণতি, যার উপর আর কিছু নেই। তাই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে জ্ঞানবৃদ্ধ ভক্তপ্রধান ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় এই গোপী প্রেমের মহিমা কীর্তনে মুখর, যথা—"ললিত গতি বিলাস বল্গু হাস"—(শ্রীভা০ ১।৯।৪০)। রসের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি অভাবেই মহাভারত রচনার পর ব্যাসদেব চিত্তে শান্তি পেলেন না। শ্রীনারদের উপদেশে ধ্যান যোগে শ্রীবৃন্দাবনীয় মধুর লীলায় প্রবেশ করত শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করবার পরই শান্তি পেলেন, চিত্ত তার সুপ্রসন্ন হল।

অনুবাদিত টীকা ও টীকাকারের জীবনী ঃ

শ্রীধর স্বামিপাদের ভাবার্থ দীপিকা—ইহা সর্ব বিদ্বৎসম্প্রদায় মান্য অতি প্রসিদ্ধ ভক্তিপর টীকা। ইহাতে প্রতিপাদিত হয়েছে—ভক্তি-ভক্ত-ভগবান্, শাস্ত্র ও জীবের নিত্যতা এবং জগৎ-সত্যাদি ও জীব ঈশ্বরে পার্থক্য, নির্ভেদ মুক্তির নিন্দা এবং শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তির নিত্যতা। এই টীকা সম্বন্ধে শ্রীমন্-মহাপ্রভু বললেন—"শ্রীধরস্বামি প্রসাদে ভাগবত জানি। জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি। শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন। সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥" তাই শ্রীসনাতনাদি গোস্বামিগণ সকলেই এই টীকার আনুগত্যে তাদের টীকা করেছেন।

টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদের জীবনী—আবির্ভাব কাল ১৩৫০—১৪৫০ খৃষ্টাব্দ। ইনি কেবলাদ্বৈতবাদি সম্প্রদায়ের কাশীবাসী একদণ্ডী সন্ন্যাসী। অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের শোধন চেষ্টাপর। শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসক। শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ংরূপ ভগবান্ বলে জানতেন। ইহা টীকারম্ভে তার শ্লোক থেকেই জানা যায়, যথা—"শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরং ধাম জগদ্ধাম নমাম তৎ।" শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ এনাকে ভক্তৈক রক্ষক বলেছেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী—শ্রীগৌরহরির নির্দেশ অনুসারে ভাবার্থ-দীপিকা-আধারের উপর শ্রীসনাতন প্রভু কি ভাবে গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজের হৃদয় আহ্লাদকারী এই টীকাটি করেছেন—তা টীকারম্ভে একটি শ্লোকে তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন, যথা—"শ্রীধরস্বামিপাদৈ·····ভবেৎ সুসিদ্ধ" ইত্যাদি—(১০-১৩)। তাৎপর্যার্থ—"শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁর টীকার স্থানে স্থানে যা পরিষ্কার করে বলেন নি, তা এই টীকায় সুব্যক্ত করা হচ্ছে, স্বামিপাদের টীকায় যেখানে যেখানে বৈষ্ণবগণ অপরিতুষ্ট সেখানে সেখানে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুসারে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। বৃন্দাবনের রাধাপ্রিয়প্রেম-পরিপুষ্ট গোপাল ভট্ট-রঘুনাথ এ বিষয়ে আমার সুহৃৎসহায়, কাজেই এমন কি আছে যা সুসিদ্ধ হবে না। শ্রীচৈতন্য পদকমল-গন্ধাভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণই এই তোষণীর রসাস্বাদনে সমর্থ।" শ্রীসনাতন গোস্বামী একে বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তাতে আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যার রীতি শিক্ষা লাভ করে এ বিষয়ে পারঙ্গত এবং মহাপ্রভুর বরপ্রাপ্ত, কাজেই তাঁর ব্যাখ্যা যে জগতের এক শ্রেষ্ঠ, রসমাধুর্যে অপূর্ব বস্তু হবে তাতে আর বলবার কি আছে।

টীকাকার শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের জীবনী—শ্রীসনাতনপ্রভু কুলিন ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব। তাঁর সপ্তম পুরুষ জগৎগুরু শ্রীসর্বজ্ঞ কর্ণাটকের রাজা ছিলেন। সর্বশাস্ত্রবিশারদ সর্বদেশমান্য পণ্ডিত ছিলেন। এই বংশোদ্ভূত সনাতনের পিতামহ শ্রীমুকুন্দ বাঙ্গলাদেশে এসে মুসলমান বাদশার অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তী কালে শ্রীসনাতন বাঙ্গলার নবাব হুশেনশাহের আমলে অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অতঃপর সর্বস্ব ত্যাগ করে কাশীতে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ একান্ত ভাবে আশ্রয় করেন। এবং তাঁর নিকট ভাগবত ধর্ম শিক্ষা লাভ করেন, যা সনাতনশিক্ষা নামে অতি প্রসিদ্ধ।—'তবে সনাতন

সব সিদ্ধান্ত পুছিল। ভাগবত গূঢ় সিদ্ধান্ত প্রভু সকলি কহিল॥—(চৈ০ চ০ মধ্য ২৩।১০৯)। শিক্ষান্তে মহাপ্রভু সনাতনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—এই যা কিছু শিক্ষা তুমি লাভ করলে সব তোমাতে স্ফূর্তি লাভ করুক। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের আত্মারাম শ্লোকের ৬১ প্রকার অর্থ করে সনাতনকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোক ব্যাখ্যার রীতি দেখালেন। কাশী থেকে শ্রীবৃন্দাবন এসে শ্রীসনাতন প্রভু এই দিগ্‌দর্শন অনুসারে শ্রীশ্রীবৃহৎবৈষ্ণবতোষণী নামে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করলেন।

সিদ্ধান্তসার শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ইত্যাদি আরও বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি জীবজগতের পরম কল্যাণ সাধন করেছেন।

শ্রীজীবচরণের সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণী ঃ এই টীকা সম্বন্ধে সংক্ষেপ বাক্যটি মনে হয় নিজ দৈন্যবশতঃ টীকাকার শ্রীজীবচরণ প্রয়োগ করেছেন তার টীকারম্ভ শ্লোকে। অথবা এই সংক্ষেপ পদের অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্তীর্নার্থের সঙ্কলন। ইহা শ্রীসনাতন প্রভুর বৃহৎ তোষণীর ছোট আকারে সারাংশ মাত্র বলা নয়। কারণ এক নজরেই দেখা যাচ্ছে, দুটি গ্রন্থই প্রায় সমান, কি পৃষ্ঠা সংখ্যায় কি শব্দ সংখ্যায়। ইহাকে বরঞ্চ বৃহৎতোষণী টীকার টীকা বলা যেতে পারে এক কথায়। ইহাতে আছে—১। বৃহৎ তোষণীর অর্থ আরও স্পষ্ট করার জন্য স্থানে স্থানে নূতন ব্যাখ্যার সংযোজন, যথা—(শ্রীভা০ ১০।১।৪) শ্লোকের বৃ০ তোষণী টীকায় 'নিবৃত্ততর্ষৈঃ' বাক্যের অর্থ করা হল 'মুক্তৈঃ', এই 'মুক্তৈঃ' বলতে কি বুঝা যায়, তাই সংযোজিত হয়েছে সংক্ষেপ তোষণীতে,যথা—'তত্র মুক্তা জ্ঞানিনঃ শুদ্ধাভক্তাশ্চেতি দ্বৈবিধ্যে পুনঃ জীবন্মুক্তাঃ' ইত্যাদি বহু বাক্য। ২। 'যদ্বা' দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের অক্ষরের নূতন নূতন অর্থ বিশ্লেষণ যা বৃ০ তোষণীতে নেই। ৩। বক্তব্য বিষয়কে সুদৃঢ় ভিতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু প্রমাণাবলীর এবং ন্যায়-দর্শনের উক্তির প্রয়োগ। ৪। কোনও কোনও স্থানে পূর্ব আচর্যগণের মত খণ্ডন করত নূতন ব্যাখ্যার সংযোজন। শ্রীজীব ইহা নিজেই বলেছেন, তার এই টীকা শেষ করতে গিয়ে, যথা—"তদেতদ্বিনিবেদ্যাপি কিঞ্চিদন্যদ্বিক্ষয়া। অথো তদঙ্ঘ্রি জীবেন জীবেনেদং নিবেদ্যতে॥" তাৎপর্যার্থ - শ্রীসনাতন গোস্বামিচরণ অশেষে বিশেষে শ্রীভাগবতার্থ জানালেও কিঞ্চিৎ **অপর কিছু** বলবার ইচ্ছায় অতঃপর তারই অনুশিষ্য শ্রীচরণজীবন জীব আমি এই সংক্ষেপ তোষণী করছি।—অতঃপর আরও বলেছেন "যা সংক্ষিপ্তা……শঙ্কিত কুলৈঃ॥" তাৎপর্যার্থ—শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুর আজ্ঞায় জীব আমি তার শ্রীভা০ টীকা বৃহৎ তোষণী আরও স্পষ্ট করে তুলবার জন্য স্থানে স্থানে বুদ্ধি বা অবুদ্ধি পূর্বক সহসা এই যা যা লিখেছি তথা 'যদ্বা' দিয়ে পূর্ব টীকাকারগণের মত যা খণ্ডন করেছি কিম্বা অহো যা যা বিশেষ আমার মনে স্ফূর্তি লাভ করেছে, ইত্যাদি।

শ্রীধরের ভাবার্থ দীপিকা, শ্রীসনাতনের বৃহৎবৈষ্ণব তোষণী ও শ্রীজীবচরণের সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণী—এই তিনটি টীকা পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট। শ্রীধর স্বামিপাদ যেন একটি চিত্রের পশ্চাৎভূমি তৈরী করলেন, তারই উপর শ্রীসনাতন প্রভু যেন একটি নয়ন-জুরানো চিত্র অঙ্কণ করলেন, আর ঐ চিত্রের উপরই যেন শ্রীজীব চরণ তুলির টানে টানে এমন এক অপূর্বতা দান করলেন, যা হল জগতের এক বিস্ময়।

টীকাকার শ্রীজীবচরণের জীবনী—শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের অনুজ হলেন শ্রীবল্লভ। শ্রীবল্লভের পুত্র শ্রীজীবচরণ। প্রকটকাল ১৪৩৩-১৫১৮ শকাব্দ। শ্রীজীবচরণ নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পেয়েছিলেন এবং তাঁরই আজ্ঞায় শ্রীবৃন্দাবন আসেন। ইনি কাশীতে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন—শ্রীরূপগোস্বামি প্রভুর শিষ্য—পাণ্ডিত্যে সর্বভারতের অদ্বিতীয়—সার্বভৌম সম্রাট। ইঁহার রচিত গ্রন্থ সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী, ষটসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু,উজ্জ্বলনীলমণি,গোপালচম্পূ, হরিনামামৃত ব্যাকরণ ইত্যাদি।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের সারার্থদর্শিনী—এই টীকার সমাপ্তিকাল ১৬২৬ শকাব্দ অর্থাৎ শ্রীসনাতনের বৃ॰ তোষণী থেকে ১৫০ বৎসর পর। প্রথম স্কন্ধে এই টীকার মঙ্গলাচরণে শ্রীবিশ্বনাথ তাঁর টীকা রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন, যথা—'দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবতোষণীং প্রভুমতং বিজ্ঞায়' ইত্যাদি। তাৎপর্যার্থ—শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীসনাতনের টীকা এবং শ্রীজীবের সন্দর্ভাদি টীকা অবলম্বনে ও অনুসরণে এই সারার্থ দর্শিনী টীকা রচনা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ করে তিনি লিখেছেন তাঁর দশমের মঙ্গলাচরণে যথা—"ব্যাখ্যা বৈষ্ণবতোষণী প্রকটিতা যেনৈব"—ইত্যাদি। তাৎপর্যার্থ—শ্রীসনাতনপ্রভু যে বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী রচনা করেছেন, তা এক চিত্ত-চমৎকারী অপূর্ব বস্তু, ইহা রসিক ভক্তগণের আহ্লাদ জন্মাতে জন্মাতে সর্বত্র শোভা পাচ্ছে। শ্রীসনাতন প্রভুর আস্বাদিত ও তার শ্রীমুখ-বিগলিত দু-তিন বিন্দু সংগ্রহ করে আমার জীবন সফল করব, এই আশা হৃদয়ে নৃত্য করছে।

এই টীকাটি সার্থক নামা। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থ অতি প্রাঞ্জল সরস ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দশম ছাড়া অন্যত্র তিনি বিস্তারিত টীকা করেছেন—দশমে কেন সংক্ষেপ করেছেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর দশম টীকার এক প্রারম্ভিক শ্লোকে, যথা—"শ্রীধরস্বামিভিঃ শ্রীমৎ প্রভুভিশ্চ সনাতনৈঃ ঋজুত্বাত্ত্যক্তমুচ্ছিষ্টং ভুজিষ্যেঽহমুপাদদে॥"—(শ্রীভা॰ ১০।১।৪)। তাৎপর্যার্থ—শ্রীধরস্বামিপাদ এবং শ্রীসনাতন প্রভু সহজ বোধে যা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদের উচ্ছিষ্টভোজী আমি তাই উপাদেয় বোধে গ্রহণ করেছি। দশমে সাধারণতঃ সারার্থদর্শিনী সংক্ষেপ হলেও যেখানে যেখানে শ্রীবিশ্বনাথ প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানে সেখানে স্বাধীন ভাবে নানা মৌলিক অর্থ প্রকাশ করেছেন বিস্তারিত ভাবে। ভাষা লালিত্য রস-মাধুর্যে এই টীকাটি ভাগবত রসপিপাসু জনের নিকট অতি প্রিয়।

টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথের জীবনী—১৫৭৬ শকে মুর্শিদাবাদের দেবগ্রামে জন্ম। শ্রীনরোত্তম শাখার শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তীর শিষ্য শ্রীরাধারমণ হলেন শ্রীবিশ্বনাথের দীক্ষা গুরু। পরম পণ্ডিত দার্শনিক, রসিক চূড়ামণি, মহাকবি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শ্রীসনাতনাদি গোস্বামিগণের মতোই সর্বজনমান্য—এই জন্যই তাকে 'চক্রবর্তী' আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি এক বিশাল গ্রন্থসম্ভার আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন—শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা, গীতার সারার্থবর্ষিণী টীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূর সুখবর্তিনী টীকা। শ্রীকৃষ্ণভাবামৃত,গৌরাঙ্গলীলামৃত ইত্যাদি বহু গ্রন্থ।

সম্পাদক—শ্রীমণীন্দ্র নাথ গুহ

বিষয় সূচী

অধ্যায় পত্র সংখ্যা

প্রথম অধ্যায় ঃ ১-৮০

মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতের কৃষ্ণকথা শ্রবণ পিপাসা। কৃষ্ণকথা সকলেরই পরম মঙ্গলকর এবং শ্রোত্র-মনের সুখপ্রদ, মধুরিমায় ভরা। মহামায়ার আকাশবাণী—'দেবকীর অষ্টমগর্ভ কংসহন্তা'।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ৮১-১৩৭

যোগমায়া দ্বারা দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকর্ষণ, রোহিণীতে স্থাপন। বলরামের আবির্ভাব। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের গমন দেবতাগণের গর্ভস্তব।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ১৩৮-২০৭

সর্বগুণসম্পন্ন কাল পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কংস-কারাগারে। পিতামাতা বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণস্তব। কৃষ্ণ নিয়ে বসুদেবের গোকুলে যশোদার সূতিকা গৃহে গমন—যশোদার শয্যায় কৃষ্ণকে স্থাপন। যশোদার কন্যা যোগমায়াকে নিয়ে পুনরায় মথুরায় কংস-কারাগারে প্রবেশ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ২০৮-২৩৮

মায়ার বাক্যে কংসের অনুতাপ এবং দেবকীকে ক্ষমা। দুষ্ট মন্ত্রীগণের পরামর্শে কংসের পুনরায় উত্তেজনা—গোকুলে শিশুবধের সঙ্কল্প।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ২৩৯-২৭৩

নন্দগৃহে কৃষ্ণ জন্মোৎসব। বার্ষিক কর দানার্থে নন্দের মথুরা গমন। নন্দ-বসুদেবের সংলাপ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ২৭৪-৩১৪

কংসের আদেশে বালঘাতিনী পূতনার মাতৃবেশে গোকুলে আগমন। বিষলিপ্ত স্তন ছয় দিনের শিশু কৃষ্ণের মুখে দান। সেই স্তন চুষণচ্ছলে পূতনার প্রাণবায়ু নিষ্কাষণ। মৃত্যুকালে পূতনার স্বাভাবিক ভয়ঙ্কর দেহের প্রকাশ। সেই দেহের দাহকালে অপূর্ব গন্ধের প্রকাশ। নন্দের গোকুলে প্রত্যাগমন।

সপ্তম অধ্যায় ঃ ৩১৫-৩৫১

শকটভঞ্জন লীলা—তিনমাস বয়সে অঙ্গপরিবর্তন-উৎসবের মধ্যে শকটাসুর বধ লীলা। গোপী-গণের সংশয়—এ কোন দৈত্যের কর্ম। কৃষ্ণের মঙ্গলার্থে তাঁদের স্বস্ত্যয়ণ কর্ম।

তৃণাবর্ত বধ লীলা—ঘূর্ণিঝড়ে অন্ধকার করে নিয়ে তারই মধ্যে তৃণাবর্ত অসুরের কৃষ্ণ নিয়ে আকাশে পলায়ন। কৃষ্ণের ভার বৃদ্ধিতে অসুরের গতি স্তব্ধ। কৃষ্ণ হস্তে অসুরের মৃত্যু ও নীচে পতন কৃষ্ণসহ।

অষ্টম অধ্যায় ঃ ৩৫২-৪২১

শ্রীগর্গমুনি কর্তৃক রামকৃষ্ণের নামকরণ। হামাগুড়ি, হেটে চলা, দধিদুগ্ধ চুরি প্রভৃতি বাল্যলীলা। মৃদ্‌ভক্ষণ ও বিশ্বরূপ প্রকাশন। নন্দ-যশোদার ভাগ্য মহিমা কথন।

নবম অধ্যায় ঃ ৪২২-৪৫৬

মা যশোদার দধিমন্থন। মন্থন কালে যশোদার রূপমাধুরী। সদ্য নিদ্রোত্থিত কৃষ্ণকে স্তনদান। স্তনপান-পিপাসার অপূর্তি অবস্থায় কৃষ্ণকে আঙ্গিনায় ত্যাগ ও চুল্লিস্থ উৎলানো দুগ্ধ সামলাতে মায়ের প্রস্থান। এতে কৃষ্ণের ক্রোধ ও মন্থন ভাণ্ড ভঞ্জন। ঘরের ভিতরে রক্ষিত ননীচুরি। মায়ের ভয়ে পলায়ন। পিছে পিছে ধাবমান মায়ের হাতে উদূখলে দাম বন্ধন স্বীকার। উদূখল সহিত পুরদ্বারের যমলার্জুন বৃক্ষ-রূপী কুবের পুত্রদ্বয়ের দিকে গমন।

দশম অধ্যায় ঃ ৪৫৭-৪৯৭

কুবের পুত্রদ্বয়ের উপর শ্রীনারদের শাপ কথা। কৃষ্ণের দ্বারা যমলার্জুন উৎপাটন। কুবের পুত্র-দ্বয়ের শাপ মুক্তি ও পরম ভক্তি প্রাপ্তি। তাঁদের কৃষ্ণকে স্তুতি।

একাদশ অধ্যায় ঃ ৪৯৮-৫৪৯

শ্রীনন্দ কর্তৃক কৃষ্ণের দামবন্ধন-মোচন। ফলওয়ালীর কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তি। শ্রীনন্দাদি গোপগণের গোকুল ছেড়ে শ্রীবৃন্দাবন গমন ও সেখানে বসতি স্থাপন। কৃষ্ণের বৎসচারণ আরম্ভ। বৎসাসুর-বকাসুর বধলীলা।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ ৫৫০-৫৯৯

কৃষ্ণের রাখাল সখাদের সঙ্গে বনবিহার। বিহার কালে একদিন বৃন্দাবন-শোভা ভ্রমে অঘাসুরের সহিত ইহার উপমা। শোভাভ্রমে অঘাসুরের উদরমধ্যে সখাগণের প্রবেশ—তৎপর কৃষ্ণেরও প্রবেশ ও অঘাসুরের বধ। কৃষ্ণের অমৃতদৃষ্টিতে জাগরিত সখাগণের কৃষ্ণসহ বাইরে আগমন। অঘাসুরের মুক্তি ও কৃষ্ণে প্রবেশ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ ৬০০-৬৭৭

সখাগণ সহ কৃষ্ণের বনভোজন লীলা। ব্রহ্মার কৃষ্ণের গোবৎস ও সখাগণের হরণ। কৃষ্ণের স্বভূত-গোবৎস ও গোপবালকরূপে প্রকাশ। ব্রহ্মার মোহন।

—ঃ০*০ঃ—

বিষয় সূচী

অধ্যায়	বিষয়	পত্র সংখ্যা
চতুর্দশ	ব্রহ্মাস্তুতি	৬৭৯—৮১০
পঞ্চদশ	ধেনুকাসুর বধ	৮১১—৮৬৫
ষোড়ষ	কালিয় নির্বাসন	৮৬৬—৯৩৮
সপ্তদশ	দাবাগ্নি মোচন	৯৩৯—৯৫৮
অষ্টাদশ	প্রলাম্বাসুর বধ	৯৫৯—৯৮২
ঊনবিংশ	দাবাগ্নি পান	৯৮৩—৯৯৮
বিংশ	শরৎ বর্ণন	৯৯৯—১০৩৫
একবিংশ	শ্রীগোপীকা গীত	১০৩৬—১০৮৩
দ্বাবিংশ	কাত্যায়নী ব্রত—বস্ত্রহরণ	১০৮৪—১১৩৩
ত্রয়োবিংশ	যজ্ঞপত্নী পরিচর্যা গ্রহণ	১১৩৪—১১৮৫
চতুর্বিংশ	ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ	১১৮৬—১২২১
পঞ্চবিংশ	গোবর্ধন ধারণ	১২২২—১২৫২
ষড়্‌বিংশ	নন্দ কর্তৃক গোপগণের বিস্ময় দূরীকরণ	১২৫৩—১২৭৬
সপ্তবিংশ	শ্রীকৃষ্ণ-অভিষেক	১২৭৭—১৩১০
অষ্টাবিংশ	বরুণালয় থেকে নন্দ-আনয়ন নন্দাদি গোপগণের গোলোক দর্শন।	১৩১১—১৩৪০

☐ শ্রীরাসলীলার পরিচয় ☐

শ্রীভাগবতরূপী কৃষ্ণের প্রফুল্ল মুখারবিন্দ হল দশমস্কন্ধ। এরমধ্যেও আবার শ্রীরাসলীলা সর্বলীলা মুকুটমণি। ইহা তাঁর পঞ্চপ্রাণ, বা পঞ্চেন্দ্রিয়।

বহু নট কর্তৃক গৃহীত কণ্ঠি, পরস্পর বদ্ধহস্তা নর্তকীগণের মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যগীত, চুম্বন, আলিঙ্গনাদিই রাস। কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রস সম্ভোগ স্বীকৃত হলেও পরম ভাবময়ী শ্রীকৃষ্ণ সর্বস্বা অসমোর্দ্ধাশ্রয় তত্ত্বরূপা ব্রজললনাগণের সহিত মূর্ত মহাশৃঙ্গার রসরাজ ধীর ললিত নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে ব্রহ্মরাত্রি ধরে লীলাসমূহই রাস শব্দ বাচ্য। ইহাতেই যাবতীয় নাট্যবিদ্যা প্রকটিত হয়। ইহা পরমরসকদম্বময়।

বাঙ্‌ময় গ্রন্থের মধ্যে হরিগাথা মধুর, আবার শ্রীহরির যত কথা আছে, তার মধ্যে কৃষ্ণচরিত পরম অমৃতস্বরূপ। এই কৃষ্ণচরিতের মধ্যে আবার এই রাসলীলা আনন্দময়ী গঙ্গা প্রবাহ স্বরূপ।

কর্ণবিশিষ্ট যে জন এই কর্ণ-রমনীয় রাসলীলা শ্রবণ করে এবং যে জন বর্ণন করে, এ দুয়ের সৌভাগ্য অনির্বচনীয়।

—ঃ-ঃ)-*-(ঃ-ঃ—

॥ বিষয় সূচী ॥

অধ্যায় **পত্র সংখ্যা**

উনত্রিংশ অধ্যায় ঃ ১৩৪১-১৪৯১

গোপীচাতকীদের চতুর্দিকে বেণুনাদপারুষ্য বর্ষন এবং বিহারের পর গোপীদের গর্ব-মান প্রশমনের জন্য রাধাসহ অন্তর্ধান।

ত্রিংশ অধ্যায় ঃ ১৪৯২-১৫৬৪

বিরহসন্তপ্তা গোপীগণের বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ। অন্বেষণ করতে করতে পথে রাধা-চরণচিহ্ন দর্শন। অতঃপর শ্রীরাধার দর্শন। শ্রীরাধা সহ যমুনা পুলিনে প্রত্যাবর্তন ও সেখানে কৃষ্ণ দর্শনের জন্য কৃষ্ণ গান।

একত্রিংশ অধ্যায় ঃ ১৫৬৫-১৬১৪

কৃষ্ণভ্রমর আকর্ষিনী গোপীগীত।

বত্রিংশ অধ্যায় ঃ ১৬১৫-১৬৬৪

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। গোপীদের দ্বারা পূজিত হলেন। প্রতিদানে কৃষ্ণও প্রেমসম্ভাষণে তাঁদের নিকট নিজের ঋণ স্বীকার করলেন।

তেত্রিংশ অধ্যায় ঃ ১৬৬৫১৭৪৬

রাসনৃত্য। বিহার। জলকেলি এবং শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ প্রশ্নোত্তর।

।। বিষয় সূচী ।।

অধ্যায় ঃ	বিষয় ঃ	পত্র সংখ্যা ঃ
চতুস্ত্রিংশ (৩৪) ঃ	ব্রজজনের অম্বিকাবনে গমন। শিবরাত্রিতে শিবপূজা। সুদর্শন বিদ্যাধর-মোচন। রামকৃষ্ণের ব্রজরমণীদের সঙ্গে হোলিখেলা ও রাসক্রীড়া।	১৭৪৬-১৭৭২
পঞ্চত্রিংশ (৩৫) ঃ	কৃষ্ণের বেণুগাণ শ্রবণে উদ্দীপ্ত গোপীগণ দিবসে গোপীসভায় কৃষ্ণলীলা আলাপনে বিরহরস-নিমগ্ন।	১৭৭৩-১৮২৯
ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) ঃ	অরিষ্টাসুর বধ। নারদ-বাক্যে উদ্দীপ্ত কংসের কৃষ্ণবিনাশ চিন্তা—কেশি প্রেরণ; কৃষ্ণ-আনায়নে শ্রীঅক্রূর-প্রেরণ।	১৮৩০-১৮৫৮
সপ্তত্রিংশ (৩৭) ঃ	কেশি বধ। নারদের কৃষ্ণস্তব। ব্যোমাসুর বধ।	১৮৫৯-১৮৯০
অষ্টাত্রিংশ (৩৮) ঃ	শ্রীঅক্রূরের ব্রজগমন-পথে মনোভিলাষ প্রকাশ। কৃষ্ণকর্তৃক উহা যথাযথ পূরণ।	১৮৯১-১৯৪৩
একোনচত্বারিংশ (৩৯) ঃ	অক্রূরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা। গোপীদের ভাবীবিরহ-বিহ্বলতা। পথে যমুনায় স্নানকালে অক্রূরের বৈকুণ্ঠদর্শন। রামকৃষ্ণের মথুরা-প্রবেশ। মথুরাবাসিদের কৃষ্ণমাধুর্য পান। জড়বুদ্ধি রজকের বধ।	১৯৪৪-২০০৬
চত্বারিংশ (৪০) ঃ	শ্রীঅক্রূরের শ্রীভগবৎস্তব।	২০০৭-২০৩৮

—★★★—

দেহভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচম্‌।
সন্দেশাদ্‌ যো হরেলিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ ।।

॥ বিষয় সূচী ॥

অধ্যায় :	বিষয় :	শ্লোক সংখ্যা	পৃষ্ঠা সংখ্যা
মথুরা প্রবেশ নামক একচত্বারিংশ (৪১)	শ্রীরামকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ। পুরনারীদের কৃষ্ণ-দর্শন উল্লাস। কৃষ্ণের রজকবধ। মালাকারীদিকে বরদান।	৫২	২০৪৫-২০৯৩
কংসবধ নামক দ্বিচত্বারিংশ (৪২)	কৃষ্ণকর্তৃক কুব্জার দেহ সরলোন্নত করণ। ধনুর্ভঙ্গ। কংসরক্ষিগণের বিনাস। কংসের অমঙ্গল চিহ্নাদি দর্শন। মল্লরঙ্গোৎসব।	৩৮	২০৯৪-২১২৮
কুবলায়পীড় বধ নামক ত্রিচত্বারিংশ (৪৩)	রঙ্গদ্বারে কুবলায়পীড় নামক মত্তহস্তী বধ। তৎপর রঙ্গস্থলে কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ। চানুর সহ বাক্য-বিনিময়।	৪০	২১২৯-২১৭৩
কংসবধ নামক চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪)	কৃষ্ণবলরাম কর্তৃক যথাক্রমে চানূর-মুষ্টিকাদি মল্লবধ। কংস ও কঙ্কাদি তৎঅষ্টভ্রাতা বধ।	৫১	২১৭৪-২২১৭
কৃষ্ণ কর্তৃক গুরু-পুত্র আনায়ন নামক পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫)	কৃষ্ণ কর্তৃক দেবকী-বসুদেব-সান্ত্বনা দান। মাতামহ উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক। বসুদেব কর্তৃক কৃষ্ণ-বলরামের দ্বিজাতি সংস্কার। গর্গমুনির নিকট ব্রহ্মচর্য ব্রত-গ্রহণ। অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট নিখিল বেদ অধ্যায়ন। গুরুর প্রার্থনা অনুসারে মৃতগুরুপুত্র আনায়নের জন্য প্রভাস তীর্থে গমন। সমুদ্রপ্রবেশ। পঞ্চজন্ বধ। তৎপর যমালয়ে গিয়ে পঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি। যম উপস্থিত হয়ে গুরুপুত্র প্রত্যার্পন করলে উহা দ্বারা কৃষ্ণকর্তৃক গুরুদক্ষিণা দান।	৫০	২২১৮-২২৭৬

নন্দশোক অপনয়ন নামক ষট্ চত্বারিংশ (৪৬) অধ্যায়।	উদ্ধব মহাশয় কৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হয়ে বৃন্দাবনে আগমন করলেন। বৃন্দাবনের ঈশ্বর-ঈশ্বরী নন্দযশোদার কৃষ্ণবিরহ-হাহাকার দর্শন করলেন। তাদের সান্ত্বনা দানে সমস্ত রাত্রি কাটালেন।	৪৯	২২৭৭-২৩৫০
উদ্ধব সন্দেশ ভ্রমরগীতা নামক সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) অধ্যায়।	প্রথমে উদ্ধব মহাশয় কর্তৃক প্রেমোন্মত্ত রাধার মুখে দশবিধ 'চিত্র জল্প' শ্রবণ। তৎপর গোপীদিকে কৃষ্ণপ্রেরিত সন্দেশ দান।		

চিত্রজল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

কৃষ্ণসন্দেশ বাহক উদ্ধব সন্দর্শনে শ্রীমতী রাধার মহাভাব সমুদ্রে গূঢ় অসূয়া গর্ব ঈর্ষাদি বিশাল তরঙ্গ উঠল—এ অবস্থায় তার মুখে যে অদ্ভুত বিচিত্র কথন প্রকাশ পেল তাকেই চিত্রজল্প বলা হয়।

ভ্রমরগীতা : চিত্রজল্পের দশটি অঙ্গ,—
'মধুপইতি' (৪৭/১২) শ্লোক থেকে
'অপিবত ইতি' (৪৭/২১) শ্লোক পর্যন্ত দশটি শ্লোক ভ্রমরগীতা।

উদ্ধব সন্দেশ : উদ্ধব এই ভ্রমরগীতা শুনলেন। অতঃপর গোপীদের প্রেমবিকার কিছুটা শান্ত হলে তাদের সান্ত্বনা দানের জন্য (৪৭/২৩) শ্লোক থেকে (৪৭/২৭) শ্লোকে তাঁদের সান্ত্বনা দানপূর্বক কিঞ্চিৎ স্বাস্থলাভ করিয়ে কৃষ্ণপ্রেরিত বার্তা শুনাতে লাগলেন। —উদ্ধব নিজের বক্তব্যের মধ্যেই 'শ্রীভগবান্ উবাচ' বলেই নিজ বক্তব্য রাখলেন, (এমন ভাবেই বললেন যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণমুখেই কথা হচ্ছে।) ৪০/২৯ ৩৭ শ্লোক্ পর্যন্ত। ২৩৫১-২৪৯৮

—★—

।। সম্পাদকের নিবেদন ।।

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম খণ্ড —"শ্রীউদ্ধব সন্দেশ ভ্রমরগীতা"র সম্পাদনার কাজ যখন শেষ করি তখন আমার বয়স ৮০ বৎসর উত্তীর্ণ হতে চলেছে। ঐ সময় আমি শ্রীবৃন্দাবনের গোবর্ধন তটবাসী সিদ্ধমহাত্মা ১০৮ শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজের কাছে লিখলাম যে যেহেতু আমার ৮০ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে কাজেই আমি শ্রীভাগবত সম্পাদনার কাজ এখানেই শেষ করে সর্বক্ষণ নামজপে মগ্ন থাকতে চাই। প্রত্যুত্তরে বাবাজী মহারাজ লিখলেন, না, তা হবেনা। আপনাকে দ্বারকালীলা অবশ্যই সম্পূর্ণ করে দিতে হবে নাম জপের সঙ্গে সঙ্গে।

ওনার শ্রীমুখ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েই আমি শ্রীমদ্ভাগবত-৬ষ্ঠ খণ্ড দ্বারকালীলা অনুবাদে মনোনিবেশ করেছিলাম। এবং ওনারই আশীর্বাদে তা সুসমাধাও করেছি।

দ্বারকালীলার কাজ যখন মাঝামাঝি পর্যায়ে এসেছে তখন থেকেই বাবাজী মহারাজ অসুস্থতায় ভুগছিলেন, ঐ সময় আমি ওনাকে এই গ্রন্থের অধিকাংশটুকুই (অর্থাৎ ৪৮ থেকে ৫২ অধ্যায় পর্যন্ত) পাঠিয়েছিলাম। উনি তা আস্বাদন করে খুবই আনন্দলাভ করেছেন। উনি এখন আর আমাদের মধ্যে নেই—নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছেন—আমার মনে প্রচণ্ড দুঃখ যে আমি সম্পূর্ণ গ্রন্থটি ওনার শ্রীকরকমলে তুলে দিতে পারলাম না।

আমি অত্যন্ত কাতর হৃদয়ে ওনার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি।

।। বিষয় সূচী ।।

অধ্যায়	বিষয়	শ্লোক সংখ্যা	পৃষ্ঠা সংখ্যা
"শ্রীকৃষ্ণের কুব্জার সহিত বিহার ও অক্রূর গৃহে গমন" নামক অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) অধ্যায়।	কুব্জার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার ও কুব্জার মনোভিলাষ পূর্ণ করণ। বলদেব ও উদ্ধবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অক্রূর গৃহে গমন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অক্রূরের স্তব। অক্রূরকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ।	৩৬	২৪৯৯-২৫৩৭
"অক্রূরের হস্তিনাপুর গমন" নামক একোনপঞ্চাশত্তম (৪৯) অধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে অক্রূরের হস্তিনাপুর গমন। অক্রূরের সঙ্গে কুন্তীদেবী ও ধৃতরাষ্ট্রের কথোপকথন। অক্রূরের স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্তন।	৩১	২৫৩৮-২৫৬৪

"দুর্গনিকেতন" নামক পঞ্চাশত্তম ৫০ অধ্যায়	কংস নিধন সংবাদ শ্রবণে জরাসন্ধের শোক। পৃথ্বীকে যাদবশূন্য করণার্থে জরাসন্ধ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহন। জরাসন্ধ কর্তৃক মথুরা অবরোধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজাবতার প্রয়োজন চিন্তা। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সমুদ্র মধ্যে দুর্গ নির্মান। শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুদ্ধে জরাসন্ধের পরাজয়। মথুরাবাসীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ও বিজয়োৎসব।	৫৭	২৭৬৫-২৬১১
"মুচুকুন্দস্তুতি" নামক একপঞ্চাশত্তম (৫১) অধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মুচুকুন্দের প্রখর দৃষ্টিদ্বারা কালযবন সংহার। শ্রীকৃষ্ণকে মুচুকুন্দের স্তুতি।	৬৩	২৬১২-২৬৬৭
"শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী বিবাহের বিষয় বর্ণন" নামক দ্বিপঞ্চাশত্তম (৫২) অধ্যায়	শ্রীরাম-কৃষ্ণের দ্বারকা গমন। রুক্মী কর্তৃক শিশুপালের সাথে রুক্মিণীর বিবাহ স্থিরীকরণ। বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীর পত্র প্রেরণ।	৪৪	২৬৬৮-২৭১৬
'শ্রীরুক্মিণী হরণ" নামক ত্রিপঞ্চাশত্তম (৫৩) অধ্যায়।	রুক্মিণীর পাণিগ্রহণে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি-প্রদান। শ্রীকৃষ্ণের বিদর্ভ নগরে গমন। রক্ষী পরিবৃতা শ্রীরুক্মিণী দেবীর অম্বিকামন্দিরে গমন। অম্বিকামন্দির থেকে বহির্গত সময়ে শ্রীরুক্মিণীর অনিন্দ্য সুন্দর রূপ প্রদর্শনে রাজগণের কামার্তি। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী হরণ)	৫৭	২৭১৭-২৭৬৫
"শ্রীরুক্মিণী বিবাহ" নামক চতুঃপঞ্চাশত্তম (৫৪) অধ্যায়।	শ্রীরুক্মিণীর পাণিপ্রার্থী অন্যান্য বিপক্ষ রাজগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ। শত্রুগণের পরাভব। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মীকে বিরূপ করণ। ভ্রাতার বৈরূপ্যকরণ অবস্থা প্রদর্শনে শ্রীরুক্মিণীদেবীর শোক। শ্রীবলদেব কর্তৃক শ্রীরুক্মিণীদেবীকে সান্ত্বনা প্রদান। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরুক্মিণীদেবীর পাণিগ্রহণ। যদুপুরীতে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ উৎসব।	৬০	২৭৬৬-২৮১৯